6991 - শরয়িতসম্মত হজিাবরে বশৈষ্ট্যিাবলি

প্রশ্ন

ইসলামী হজিাবরে যে বশৈষ্ট্যিগুলো থাকা অপরহিার্য সগেুলো কি কি? কারণ হজিাবরে হরকে রকম মডলে রয়ছে।
ডনেমার্করে নাগরকি আমার এক বান্ধবী আছ। যনিি কছিুদনি পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করছেনে। (আলহামদু লল্লিাহ) ইসলাম গ্রহণ করে তনিি খুশি। তনিি হজিাব পরতে চান।
আশা করছ, আপনি আমাদরেকে জানাবনে য, ‘ হজিাব সর্বাঙ্গ-আচ্ছাদনকারী লম্বা পোশাক (জলিবাব) হওয়া আবশ্যক’ এ বষিয়টি কোথায় উদ্ধৃত আছ? তনিি আপনার জবাবরে খুবই মুখাপক্ষেী।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

শাইখ আলবানী (রহঃ) বলনে:

হজিাবরে শর্তাবলি হচ্ছ:

এক: সমস্ত শরীর ঢকেে রাখা; শুধু যে অংশটুকুর ব্যাপারে ব্যতক্রিম বধিান এসছে সইেটুকু ছাড়া:

এই শর্তটি আল্লাহ্ তাআলার এ বাণীতে রয়ছে: “হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদরেকে, কন্যাদরেকে ও মুমনিদরে নারীদরেকে বলুন, তারা যনে তাদরে জলিবাব (সর্বাঙ্গ আচ্ছাদনকারী পোশাক) এর একটা অংশ নজিদেরে উপর ঝুলয়িে দয়ে (যাতে করে গোটা দহে ঢকেে যায় একটি চোখ বা দুইটি চোখ ছাড়া)। এতে করে তাদরেকে (স্বাধীন নারী হসিবে) চনো সহজতর হব, ফলে তাদরেকে উত্যক্ত করা হবে না। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”[সূরা আহযাব, আয়াত: ৫৯]

প্রথম আয়াতে স্পষ্টভাবে সকল সাজ-সজ্জা (তথা সাজগোজরে অঙ্গসমূহ) ঢকেে রাখা ও পর-পুরুষরে সামনে সে সবরে কোন কছিু প্রকাশ না-করা আবশ্যকীয় হওয়ার কথা উল্লখে আছ। তব, অনচ্ছিাকৃতভাবে যা প্রকাশ হয়ে পড়ে সটোর কারণে তারা গুনাহগার হবে না; যদি তারা অনতবিলিম্বে সটো ঢকেে নয়ে।

ইবনে কাছরি (রহঃ) তাঁর তাফসরিে বলনে:

অর্থাৎ পর-পুরুষকে সাজ-সজ্জার কোন কিছু দেখোবে না। তবে, যা লুকিয়ে রাখা সম্ভবপর নয় সেটা ছাড়া। ইবনে মাসউদ বলেন: যেমন চাদর ও কাপড়-চোপড়। অর্থাৎ আরব নারীরা যে পদ্ধতিতে মাথা-বন্ধনী ব্যবহার করত; যা দিয়ে নারী তার পোশাককে ঢেকে রাখত। পোশাকের নীচ দিয়ে যে অংশটুকু প্রকাশ হয়ে পড়ে তাতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা সেটা ঢেকে রাখা সম্ভবপর নয়।

দুই: পোশাকটি নিজে কারুকাজ খচিত না হওয়া:

যেহেতু আল্লাহ্ বলছেন: "তারা যেন তাদের সজ্জা প্রকাশ না করে"। এ বাণীটি এর ব্যাপকতা দিয়ে বাহ্যিক পোশাককেও অন্তর্ভুক্ত করে; যদি সে পোশাক নারীর দিকে পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষক নকশাবিশিষ্ট হয়। এর সপক্ষে প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ্র বাণী: "আর তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্থান কর। প্রাচীন জাহেলী যুগের মত নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়িও না।"[সূরা আহযাব, আয়াত: ৩৩] এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "তিনি ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না (অর্থাৎ তাদের পরিণতি জিজ্ঞাসার যোগ্য নয়): যে ব্যক্তি (মুসলমানদের) দল ত্যাগ করে ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধানের অবাধ্য অবস্থায় মৃত্যুবরণ করছে। যে দাসী বা দাস পালিয়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করছে। যে নারীর স্বামী তার পার্থিব জীবনোপকরণের ব্যবস্থা করে দিয়ে সফরে বেরিয়েছে, সে চলে যাওয়ার পর স্ত্রী নিজের রূপ-সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়িয়েছে; এদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না।"[মুসতাদরাকে হাকেম (১/১১৯), মুসনাদে আহমাদ (৬/১৯) গ্রন্থে ফুযালা বিনতে উবাইদ এর হাদিস হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, সনদ সহিহ এবং হাদিসটি 'আল-আদাবুল মুফরাদ' গ্রন্থেও রয়েছে]

তিন: পোশাকের বুনন ঘন হওয়া; পোশাক স্বচ্ছ না হওয়া:

কারণ কাপড়ের বুনন ঘন না হলে এর দ্বারা আচ্ছাদন সাধিত হয় না। বরং স্বচ্ছ পোষাক নারীকে আরও আকর্ষণীয় ও সুন্দর করে তোলে। এ প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "আমার উম্মতের শেষে যামানায় এমন কিছু নারী আসবে যারা পোশাক পরা সত্ত্বেও উলঙ্গ। তাদের মাথার উপরে থাকবে খোরাসানি (লম্বা-গলা বিশিষ্ট) উটের কুঁজের মত (অর্থাৎ তারা নিজেদের চুলের সাথে অন্য কাপড় বা পাগড়ী বেঁধে মাথাকে বড় করে ফুটাবে)। তোমরা তাদেরকে লানত কর। কেননা তারা লানতের উপযুক্ত।" অন্য এক রেওয়ায়তে বর্ধিত অংশ হচ্ছে: "তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। জান্নাতের সুবাসও পাবে না; যদিও জান্নাতের সুবাস এত এত দূর থেকে পাওয়া যাবে।"[সহিহ মুসলিমে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিস]

ইবনে আব্দুল বার্র বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝাতে চাচ্ছেন, যে সকল নারী এমন হালকা কিছু পরিধান করে যা শরীরকে আচ্ছাদিত না করে ফুটিয়ে তোলে; এমন নারীরা নামমোত্র পোশাক পরিহিতা, প্রকৃতপক্ষে এরা উলঙ্গ।[সুয়ুতি 'তানওয়িরুল হাওয়ালকি' গ্রন্থে (৩/১০৩) ইবনে আব্দুল বার্র থেকে উদ্ধৃত করছেন]

চার: পোশাকটি ঢিলেঢোলা হওয়া, শরীরের কোন কিছু ফুটিয়ে তোলে এমন আঁটসাঁট না হওয়া:

কারণ পোশাক পরার উদ্দশ্যে হচ্ছে- ফতিনা (আকর্ষণ) রোধ করা। ঢলিঢোলা পোশাক ছাড়া এটি রোধ করা সম্ভব নয়। আঁটসাঁট পোশাক যদিও চামড়ার রঙ ঢকেে রাখে, কন্তিু এটি নারী দহেরে কংিবা দহেরে অংশ বশিষেরে গঠন-প্রকৃতি ফুটয়িে তোলে এবং পুরুষরে চোখে চত্রিতি করে। এতইে রয়ছেে অনতৈকিতা ও অনতৈকিতার দকিে আহ্বান; যা কারো কাছে অস্পষ্ট নয়। তাই পোশাক প্রশস্ত হওয়া আবশ্যকীয়। উসামা বনি যায়দে (রাঃ) বলনে: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে একটি মোটা মশিরীয় পোশাক উপহার দলিনে; যে পোশাকটি দহিয়া-কালবী তাঁকে উপহার দয়িছেলি। সে পোশাকটি আমি আমার স্ত্রীকে পরতে দলিাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললনে: তুমি সইে মশিরী পোশাকটি পরছ না কনে? আমি বললাম: আমি আমার স্ত্রীকে দয়িছে।ি তনিি বললনে: তাকে আদশে দবিে যাতে করে এই পোশাকরে নীচে একটি শমেজি পরে। কনেনা আমার আশংকা হচ্ছে– এই পোশাকটি তার হাড্ডরি আকৃতি ফুটয়িে তুলব।ে”[হাদসিটি আল-যয়িা আল-মাকদসি ‘আল-আহাদসি আল-মুখতারা’ (১/৪৪১) গ্রন্থে এবং ইমাম আহমাদ ও বাইহাকী হাসান সনদে বর্ণনা করছেনে]।

পাঁচ: পোশাকটি সুগন্ধি মাখানো কংিবা ধূপায়তি না হওয়া:

কারণ অনকে হাদসি, নারীরা যখন ঘর থকেে বরে হয় তখন সুগন্ধি লাগানো থকেে নষিধোজ্ঞা এসছে। এখানে আমরা সহহি সনদে বর্ণতি হয়ছেে এমন কছিু হাদসি উল্লখে করব:

১. আবু মুসা আল-আশআরী (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে যে তনিি বলনে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: “যে নারী সুগন্ধি মখেে (পুরুষ) জনসমষ্টরি পাশ দয়িে গমন করে যাতে করে তার সুগন্ধি তাদরে নাকে লাগে সে নারী ব্যভচিারী।”

২. যয়নব আল-সাকাফয়িযা থকেে বর্ণতি আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: “যদি তোমাদরে কউে (সম্বোধন নারীকে) মসজদিে আসতে চায় সে যনে সুগন্ধি স্পর্শ না করে”।

৩. আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: “যে নারী ধূপ দ্বারা সুবাসতি হয়ছেে সে যনে আমাদরে সাথে শষে-এশার নামাযে হাযরি না হয় (উদ্দশ্যে হচ্ছে- এশার নামায; যহেতেু মাগরবিরে নামাযকওে ‘এশা’ বলা হয়, সজেন্য শষে-এশা বলছেনে)”।

৪. আবু হুরায়রা (রাঃ) সম্পর্কে মূসা বনি ইয়াসার বর্ণনা করনে য:ে এক নারী তাঁর পাশ দয়িে যাচ্ছলি যার গায়ে থকেে তীব্র সুঘ্রাণ আসছলি। তখন তনিি বললনে: ওহে পরাক্রমশালীর বান্দী, তুমি মসজদিে যতেে চাও? মহলিাটি বলল: হ্যাঁ। তনিি বললনে: মসজদিে যাওয়ার জন্যই সুগন্ধি মখেছে? মহলিাটি বলল: হ্যাঁ। তনিি বললনে: তুমি ফরিে যাও এবং গোসল কর। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছে:ি “যে নারী তীব্র সুঘ্রাণ নয়িে মসজদিে আসবে আল্লাহ্ তার নামায কবুল করবনে না; যতক্ষণ না সে নারী বাড়ীতে ফরিে গয়িে গোসল করে আস।ে”

এ হাদসিগুলো থকেে আমাদরে বক্তব্যরে পক্ষে প্রমাণ পশে করার প্রক্রয়িা হচ্ছ– এ উক্তগিুলোর ব্যাপকতা। যহেতেু ‘সুগন্ধি মাখানো’ বা ‘সুগন্ধি লাগানো’ কথাটি শরীরে সুগন্ধি লাগানো এবং জামা-কাপড়ে সুগন্ধি লাগানো উভয় ক্ষত্রেে ব্যবহৃত হতে পার।ে বশিষেতঃ তৃতীয় হাদসিে ধূপধুনার কথা বলা হয়ছে।ে ধূপধুনা দহেরে চয়েে পোশাকে বশেি দয়োে হয় এবং এটি পোশাকরে জন্য খাস।

এই নষিধোজ্ঞার কারণ সুস্পষ্ট। যহেতেু সুগন্ধি যৌন কামনাকে চাঙ্গা করে তোল।ে আলমেগণ সুন্দর পোশাক, চোখে পড়ে এমন অলংকার, উৎকট সাজগোজ এবং পুরুষদরে সাথে অবাধ-মলোমশোকওে এর অন্তর্ভুক্ত করছেনে।[দখেুন: ফাতহুল বারী (২/২৭৯)]

ইবনে দাকীকুল ঈদ বলনে: “এ হাদসি থকেে মসজদিে গমনচ্ছেু নারীর জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করা হারাম জানা যায়। যহেতেু সুগন্ধি পুরুষরে যৌন কামনাকে চাঙ্গা কর।ে[আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণতি প্রথম হাদসিরে ব্যাখ্যায় ‘আল-মুনাওয়ি’ তাঁর ‘ফায়যুল কাদরি’ গ্রন্থে উদ্ধৃত করছেনে]

ছয়: পুরুষরে পোশাকরে সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ না হওয়া:

যহেতেু বশে কছিু সহহি হাদসিে পোশাক-আশাকে কংিবা অন্যান্য ক্ষত্রেে পুরুষরে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণকারী নারীকে লানত করা হয়ছে।ে এ বষিয়ে আমরা যে হাদসিগুলো জানি সগেুলো থকেে কছিু আপনার কাছে তুলে ধরছি:

১। আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে: “রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহলিার পোশাক পরধিানকারী পুরুষকে এবং পুরুষরে পোশাক পরধিানকারী নারীকে লানত করছেনে।”।

২। আব্দুল্লাহ্ বনি আমর (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছেি তনিি বলনে: “যে নারী পুরুষরে সাথে সাদৃশ্য ধারণ করে কংিবা যে পুরুষ নারীদরে সাথে সাদৃশ্য ধারণ করে সে আমাদরে দলভুক্ত নয়।”

৩. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীর রূপ ধারণকারী পুরুষ ও পুরুষরে রূপ ধারণকারী নারীদরেকে লানত করছেনে”। তনিি আরও বলছেনে: “তাদরেকে তোমাদরে গৃহ থকেে বরে করে দাও”। ইবনে আব্বাস আরও বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অমুক অমুককে বরে করে দয়িছেনে এবং উমর (রাঃ) অমুক অমুককে বরে করে দয়িছেনে। অন্য এক বর্ণনায় এসছে– “রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদরে সাথে সাদৃশ্যগ্রহণকারী পুরুষ ও পুরুষদরে সাথে সাদৃশ্য-গ্রহণকারী নারীদরেকে লানত করছেনে।”

৪. আব্দুল্লাহ্ বনি উমর (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: “তনি শ্রণেীর লোক জান্নাতে প্রবশে করবে না এবং কয়িামতরে দনি আল্লাহ্ তাদরে দকিে তাকাবনে না: পতিামাতার অবাধ্য

সন্তান, পুরুষদরে সাথে সাদৃশ্য-গ্রহণকারী নারী এবং দাইয়্যুস (ব্যভচিারকে প্রশ্রয় দয়ে যে পুরুষ)।”

৫. ইবনে আবু মুলাইকা (তাঁর নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ্ বনি উবাইদুল্লাহ্) বলনে: আয়শো (রাঃ) কে বলা হল: কোন নারী কি (পুরুষরে) স্যান্ডলে পরতে পার? তনিি বললনে: “রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরুষরে সাথে সাদৃশ্য-গ্রহণকারী নারীদরে উপর লানত করছেনে।”

এই হাদসিগুলোতে নারীদরে জন্য পুরুষরে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করা এবং পুরুষদরে জন্য নারীদরে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করা হারাম হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ রয়ছে। এই সাদৃশ্য গ্রহণ পোশাক-পরচ্ছিদকে এবং অন্যান্য বষিয়গুলোকওে অন্তর্ভুক্ত কর; শুধু প্রথম হাদসিটি ছাড়া। সে হাদসিটি এককভাবে পোশাকরে ব্যাপার।

সাত: কাফরে নারীদরে পোশাকরে সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ না হওয়া:

শরয়িতরে প্রতষ্ঠিতি বধিান হচ্ছ– মুসলমি নর-নারীর জন্য কাফরেদরে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করা নাজায়যে; সটো তাদরে উপাসনার ক্ষত্রেে হোক, কংিবা তাদরে উৎসবরে ক্ষত্রেে হোক, কংিবা তাদরে নজিস্ব পোশাকাদরি ক্ষত্রেে হোক। এটি ইসলামী শরয়িতরে মহান একটি নীতি। কন্তিু, দুঃখরে বষিয় হচ্ছ– অনকে মুসলমান এই নীতকিে লঙ্ঘন করছনে; এমনকি যারা দ্বীন পালনে সচতেন, দাওয়াতী কাজে তৎপর তারাও নজিদেরে অজ্ঞতাবশতঃ কংিবা প্রবৃত্তরি অনুসরণ কর, কংিবা সময়রে স্বভাবে গা ভাসয়ি, কাফরে ইউরোপরে অনুকরণে এ নীতি লঙ্ঘন করছনে। যার ফল, এটি মুসলমানদরে পছিয়িে পড়া, দুর্বল হয়ে পড়া, তাদরে উপর বধির্মীদরে আধপিত্য অর্জন করা ও উপনবিশেবাদরে শকিার হওয়ার অন্যতম একটি কারণ। “নশ্চিয় আল্লাহ্ কোন সম্প্রদায়রে অবস্থা পরবির্তন করনে না যতক্ষণ না তারা নজিদেরে অবস্থা নজিরো পরবির্তন কর”[সূরা রাদ, আয়াত: ১১] হায়, তারা যদি বুঝত।

সকলরে জানা উচতি, এই গুরুত্বপূর্ণ নীতটিরি শুদ্ধতার পক্ষে কুরআন-সুন্নাহর অসংখ্য দললি রয়ছে। যদওি কুরআনরে দললিগুলো ব্যাখ্যাসাপক্ষে; কন্তিু সুন্নাহ্তে সগেুলোর ব্যাখ্যা রয়ছে, যভোবে ব্যাখ্যা সর্বদা সুন্নাহ্তে এসে থাক।

আট: পোশাকটি খ্যাতি অর্জনরে জন্য না হওয়া:

দললি হচ্ছে ইবনে উমর (রাঃ) এর হাদসি, তনিি বলনে: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: “যে ব্যক্তি দুনয়িাতে আলোচনার কন্দেরবন্দিু হওয়ার জন্য পোশাক পরব কয়িামতরে দনি আল্লাহ্ তাকে লাঞ্ছনার পোশাক পরাবনে, অতঃপর তাকে আগুনে জ্বালাবনে”।[‘হজিাবুল মারআতলি মুসলমিা’ (পৃষ্ঠা ৫৪-৬৭) সংকলতি]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।